গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
প্রশাসন-১ শাখা
জাতীয় স্কাউট ভবন (১২ ও ১৩তম তলা)
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
www.jamuka.gov.bd

নং: ৪৮.০২.০০০০.০০১.০০.২৯২.১৮-১২৯৬

তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ / ০৭ ডিসেম্বর, ২০২০

বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ এর ৭(ঝ) ধারা অনুযায়ী "প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ণ" পূর্বক সরকারের নিকট সুপারিশ করার এখতিয়ার উক্ত কাউন্সিলের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) এর ৭১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত আইনের ধারা ৭(ঝ) ব্যত্যয় ঘটিয়ে জামুকার অনুমোদন ব্যতীত যেসব বেসামরিক গেজেট প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশের অংশ হিসেবে সেসব বেসামরিক গেজেট যাচাই-বাছাই করা হবে। যাচাই-বাছাই এর আওতাধীন গেজেটসমূহের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত গেজেটসমূহে বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে কমপক্ষে ৩ (তিন) জন ভারতীয়/লাল মুক্তিবার্তা তালিকাভুক্ত সহযোদ্ধা/সহপ্রশিক্ষণ গ্রহীতা সাক্ষী ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে।

২। কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকলে তিনি কোন্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাও ৩ (তিন) জন ভারতীয়/লাল মুক্তিবার্তা তালিকাভুক্ত বীর সহমুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে।

৩। আগামী ১৯/১২/২০২০ তারিখ সকাল ১০ টায় উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং মহানগর পর্যায়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে উক্ত যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয়/লাল মুক্তিবার্তা তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে উক্ত যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৪। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.molwa.gov.bd) এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ওয়েবসাইট (www.jamuka.gov.bd) এ প্রকাশিত হয়েছে।

07/12/2020

(মোঃ জহুরুল ইসলাম রোহেল)
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৫৮৩১৩৪০৬
ফ্যাক্স: ০২- ৫৮৩১৩৪০৫
ইমেইল: dg@jamuka.gov.bd

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থেঃ

১। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক গেজেট যাচাই-বাছাই নির্দেশিকা-২০২০

জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণকল্পে "জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২" প্রণীত। উক্ত আইনের ধারা ৭ এ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) এর কার্যাবলী সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত আইনের অধীন বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনে ১৯৭১ সনে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। উক্ত আইনের ধারা ৭(ঝ) এর বিধানটি নিম্নরূপ:

> "(ঝ) প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানে এবং জাল ও ভুয়া সনদপত্র ও প্রত্যায়নপত্র বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;"।

০২। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের অংশ হিসেবে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তা এ বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্বেও এবং উক্ত কাউন্সিলের সুপারিশ ব্যতীত যে সকল ব্যক্তির নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে "বেসামরিক গেজেট" এ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদেরকে যাচাই-বাছাই পূর্বক তাঁরা প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা কিনা তার যথার্থতা নির্ধারণের জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, "বেসামরিক গেজেট" বলতে "বাংলাদেশ গেজেট" আকারে প্রকাশিত "বেসামরিক গেজেট", যা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিস্বরূপ ৩৩ (তেত্রিশ) ধরণের প্রমাণকের মধ্যে একটি।

৩। বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই এর কারণ:

জামুকা'র সুপারিশ ব্যতীত বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে "বেসামরিক গেজেট" আকারে প্রকাশিত ব্যক্তিদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের যথার্থতা যাচাই-বাছাই কারণসমূহ নিম্নরূপ:

(১) "জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২" এর ধারা ৭(ঝ) লঙ্ঘন করে উক্ত কাউন্সিল এর সুপারিশ ব্যতীত বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত "বেসামরিক গেজেট" এ বর্ণিত অনেক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা না হওয়া সত্বেও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির অভিযোগ রয়েছে;

(২) প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা না হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এর সনদ বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সাময়িক সনদ এর বিপরীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে "বেসামরিক গেজেট" আকারে প্রকাশের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, অনেক জাল বা ভুয়া "বেসামরিক গেজেট" প্রদর্শনপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি ভোগ করার অভিযোগ রয়েছে;

(৩) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চাকরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিসহ অন্যান্য আর্থিক বা বস্তুগত সুবিধা ভোগ করার অসৎ উদ্দেশ্যে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা না হওয়া সত্বেও জেলা বা উপজেলা কমান্ডারগণের স্বাক্ষর জাল করে বা বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ বা প্রভাব বিস্তার করে উক্ত কমান্ডারগণের নিকট থেকে সনদ বা প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করে জামুকা'র সুপারিশ ব্যতীত বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে "বেসামরিক গেজেট" এ নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ রয়েছে;

(৪) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামুকা'র সুপারিশ ব্যতীত "বেসামরিক গেজেট" আকারে প্রকাশিত ব্যক্তিদের মধ্যে অমুক্তিযোদ্ধাদের সনাক্তকরণ করা; এবং

(৫) মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রজন্মান্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা এবং প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সঠিক ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন এবং অমুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিহ্নিত করে তাঁদের সনদ বা গেজেট বাতিল করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির রূপরেখা:

ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তা এ বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্বেও এবং উপরোক্ত আইনের ধারা ৭(ঝ) এর বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য জামুকা'র সুপারিশ ব্যতীত বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে "বেসামরিক গেজেট" আকারে প্রকাশিত ব্যক্তিদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের যথার্থতা যাচাই-বাছাইকল্পে নিম্নরূপভাবে উপজেলা বা মহানগর পর্যায়ে কমিটি গঠিত হবে:

(১) উপজেলা কমিটি:

ক্রমিক	বিবরণ	কমিটিতে পদবী
ক।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার যুদ্ধকালীন কমান্ডার বা ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি জামুকা'র চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত;	সভাপতি
খ।	সংশ্লিষ্ট উপজেলায় যুদ্ধকালীন কমান্ডার বা ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত;	সদস্য
গ।	সংশ্লিষ্ট উপজেলায় যুদ্ধকালীন কমান্ডার বা ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি জেলা প্রশাসক (জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রশাসক) কর্তৃক মনোনীত;	সদস্য
ঘ।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রশাসক)।	সদস্য-সচিব

(২) মহানগর কমিটি (সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য প্রযোজ্য):

ক্রমিক	বিবরণ	কমিটিতে পদবী
ক।	সংশ্লিষ্ট মহানগর এলাকায় যুদ্ধকালীন কমান্ডার বা ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি জামুকা'র চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত;	সভাপতি
খ।	সংশ্লিষ্ট মহানগর এলাকায় যুদ্ধকালীন কমান্ডার বা ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত;	সদস্য
গ।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা মহানগরে যুদ্ধকালীন কমান্ডার বা ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি জেলা প্রশাসক (জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রশাসক) কর্তৃক মনোনীত;	সদস্য
ঘ।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)।	সদস্য-সচিব

৫। বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির আওতা:

ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তায় বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্বেও এবং "জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২" এর ধারা ৭(ঝ) এর বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য জামুকা'র সুপারিশ ব্যতীত বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে "বেসামরিক গেজেট" আকারে প্রকাশিত ব্যক্তিগণ উক্ত যাচাই-বাছাই কমিটির আওতাভুক্ত হবেন। এরূপ যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত ব্যক্তির নামসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং যাচাই-বাছাই এর সম্ভাব্য তারিখসহ সংশ্লিষ্ট তালিকা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর ওয়েবসাইট (www.jamuka.gov.bd) বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। যাচাইয়ের আওতাধীন মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষেত্র বিশেষ ভাতা প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর মোবাইল নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে জানানো হবে।

৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই এর সময়সীমা:

অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক নিম্নরূপ সময়সীমার মধ্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে:

(১) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) কর্তৃক নির্ধারিত ১৯/১২/২০২০ তারিখে উপজেলা/মহানগর কার্যালয়ে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তবে বাস্তবতা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক একাধিক তারিখ বা সময়ে প্রকাশ্যে ঘোষনার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা যাবে;

(২) জামুকা'র সভায় অনুমোদনক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত তালিকা আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে জামুকা ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক এ সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

৭। যাচাই-বাছাই এর কমিটির আওতাভুক্ত ব্যক্তির করণীয়:

উপরোক্ত যাচাই-বাছাই কমিটি এর আওতাভুক্ত (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত তালিকা) "বেসামরিক গেজেট" ভুক্ত ব্যক্তিকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রমাণ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

(১) জীবিত/অনুপস্থিত সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে সহযোদ্ধা স্বাক্ষী উপস্থাপন এবং দালিলিক প্রমাণ (প্রয়োজনে) সহ সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্মুখে যাচাই-বাছাইয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। একইভাবে, যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত মৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তাঁর ওয়ারিশগণ কর্তৃক একইরূপ তথ্য-প্রমাণাদিসহ সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্মুখে যাচাই-বাছাইয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে;

(২) মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ বা ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপন বা দাখিল করা;

(৩) মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ভারতে ট্রেনিং গ্রহণ করে থাকলে একইসাথে ট্রেনিং গ্রহণকারী কমপক্ষে ৩ (তিন) জন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান;

(৪) দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে দাবী করা হলে একইসাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সহযোদ্ধার সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে, 'সহযোদ্ধা' বলতে একটি ছোট বা ক্ষুদ্র দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে একইসময়ে যৌথভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বুঝাবে;

(৫) যাচাই-বাছাই কমিটির আওতাভুক্ত ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যে এলাকায় অবস্থান করেছিলেন বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা খন্ডযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, প্রয়োজনে উক্ত এলাকা সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বপক্ষের বক্তব্য প্রদান করা যাবে;

(৬) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিং প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে কমপক্ষে একটি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক এবং সে যুদ্ধে কমপক্ষে ২ (দুই) জন ভারতীয় ট্রেনিং প্রাপ্ত সহযোদ্ধার সাক্ষ্য আবশ্যক।

৮। বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াঃ

প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণের তালিকা সংগ্রহকরত: নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে যাচাই-বাছাই এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে বাস্তবতার নিরিখে যাচাই আওতাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা অধিক সংখ্যক হলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে প্রয়োজনে একাধিক দিন বা সময়ে এ যাচাই-বাছাই করা যাবে;

(২) যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তা (চূড়ান্ত লাল বই) বা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের সম্মুখে এ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(৩) যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের লিখিত বা মৌখিক স্বাক্ষ্য এবং সহযোদ্ধা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একইসাথে ট্রেনিং গ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাক্ষ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক বিবেচনা করা যাবে;

(৪) কমিটির সদস্যগণ যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত ব্যক্তি বা সুবিধাভোগীদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে কোন ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবে। একইভাবে, উক্ত ব্যক্তির সমর্থনে দাখিলকৃত তথ্য-প্রমাণাদি পরীক্ষা করা বা আগত সহযোদ্ধা বা সহ-ট্রেনিং গ্রহিতাকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে;

(৫) যাচাই-বাছাই এর কমিটির আওতাভুক্ত ব্যক্তির সমর্থনে আগত সহযোদ্ধা বা সহ-ট্রেনিং গ্রহণকারী হিসেবে দাবীদার বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বাক্ষ্য হিসেবে আওতাভুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে 'জানি' বা 'শুনেছি' জাতীয় কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না; কেবলমাত্র সহযোদ্ধাদের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

(৬) যাচাই-বাছাই কালে উপস্থিত ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তা বা উপরোক্ত স্বীকৃত প্রমাণকে প্রকাশিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক যাচাই-বাছাই এর আওতাভুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অভিমত/মতামত প্রদান করতে পারবেন। তবে কোনভাবেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কোন বক্তব্য রাখা যাবে না; এবং

(৭) বীর মুক্তিযোদ্ধা নির্ধারণের ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮" এর ধারা ২(১১) এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসরণ করতে হবে।

৯। যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল:

(১) বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই সমাপনান্তে ৩ (তিন) ধরণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। যথা:- (ক) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত তালিকা, (খ) দ্বিধাবিভক্ত তালিকা; এবং (গ) না মঞ্জুরকৃত তালিকা।

(২) 'দ্বিধাবিভক্ত তালিকা' এর ক্ষেত্রে আওতাভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মতামত প্রদানকারী সদস্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে পার্শ্বে শুধু একটি বাক্যের মাধ্যমে যুক্তি/কারণ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন। একইভাবে, বিপক্ষে মতামত প্রদানকারী সদস্য একটি বাক্যের মাধ্যমে তাঁর যুক্তি//কারণ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করবেন।

(৩) উপোরক্ত তিন ধরণের প্রতিবেদনে উপস্থিত সদস্যগণ স্বাক্ষরকরত: পূর্ণ নামসহ সিল ও তারিখ দিবেন।

(৪) যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করার সময়ই কমিটি কর্তৃক ৩ (তিন) ধরনের খসড়া তালিকা প্রস্তুত ও পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স বা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স (মহানগরের ক্ষেত্রে) ফলাফল টানিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

(৫) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছকে প্রস্তুতকৃত তালিকার সফটকপি নিকষ ফন্টে ই-মেইলে (dg@jamuka.gov.bd) এবং হার্ড কপি রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে/ বিশেষ পত্রবাহক মারফত জামুকায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১০। বিবিধ:

(১) কোন মহানগর/ উপজেলায় সুপারিশ না পাওয়া গেলেও প্রাপ্ত অন্যান্য মহানগর/উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা তালিকা চূড়ান্তকরণ ও প্রকাশে কোন আইনগত বাধা থাকবে না।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১ নং আইন) অনুসারে বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞাঃ

"বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া যাঁহারা দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও জামায়াতে ইসলামী এবং তাহাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ সকল বেসামরিক নাগরিক এবং সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, মুক্তি বাহিনী ও অন্যান্য স্বীকৃত বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, ই. পি. আর. নৌ কমান্ডো, কিলো ফ্লাইট আনসার বাহিনীর সদস্য এবং নিম্নবর্ণিত বাংলাদেশের নাগরিকগণ, উক্ত সময়ে যাহাদের বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গণ্য হইবেন, যথা :-

(ক) যে সকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন;

(খ) যে সকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখিয়াছিলেন এবং যে সকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন;

(গ) যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন;

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সহিত সম্পৃক্ত সকল এম. এন. এ (Member of National Assembly) বা এম. পি. এ (Member of Provincial Assembly), যাঁহারা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য (Member of Constituent Assembly) হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন;

(ঙ) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা সকল নারী (বীরাঙ্গনা); তবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নির্যাতিতা নারী বা বীরাঙ্গনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সকল শিল্পী ও কলা-কুশলী এবং দেশ ও দেশের বাহিরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সকল বাংলাদেশি সাংবাদিক;

(ছ) স্বাধীনবাংলা ফুটবল দলের সকল খেলোয়াড়; এবং

(জ) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিক্যাল টিমের সকল ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা-সহকারী;

যাচাই-বাছাইয়ের আওতাধীন মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য নির্ধারিত ফরম

* অত্র ফরম যাচাই-বাছাই তালিকার সাথে প্রদান করতে হবে (ছায়ালিপি সদস্য সচিব সংরক্ষণ করবেন)।
* জীবিত /অক্ষম দাবীদার বীরমুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্যই এই ফরম পূরণ করতে হবে, মৃত/অনুপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ০৩ জন সহযোদ্ধার স্বাক্ষর দিতে হবে।

* (ক) মুক্তিযোদ্ধার নামঃ

* (খ) পিতার নামঃ

(গ) মাতার নামঃ

* (ঘ) বেসামরিক গেজেট নম্বর

(ঙ) জন্ম তারিখঃ

* (চ) বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রামঃ ডাকঘরঃ
উপজেলাঃ জেলাঃ

* (ছ) স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ ডাকঘরঃ
উপজেলাঃ জেলাঃ

* (জ) জাতীয় পরিচয়পত্র/নিবন্ধন নম্বরঃ * মোবাইল নম্বরঃ

* কখন প্রথম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন :

* মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে কি করতেন :

* বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিং গ্রহিতাদের প্রযোজ্য কোন স্বীকৃত বাহিনীর সদস্য :

* মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কোথায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং কি কি অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সম্ভাব্য তারিখ/মাস :

* কোথায় কোথায় সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার সম্ভাব্য তারিখ/মাস :

* যুদ্ধকালীন সময়ে কমান্ডার কে ছিলেন :

* যুদ্ধকালীন সময়ে সেকশন/ কোম্পানী/প্লাটুন কমান্ডার কে ছিলেন :

* কোন সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অধিনায়ক/ কমান্ডারের নাম কি :

* কোথায় কি ধরণের অস্ত্র সমর্পন করেন :

* ভারতে ট্রেনিংরত অবস্থায় দেশ শত্রুমুক্ত হয়ে থাকলে পরবর্তী কার্যক্রম কি কি :

* (ঝ) নিজ গ্রুপের ০৩ (তিন) জন প্রকৃত সহযোদ্ধার নাম যাদের নাম লাল মুক্তিবার্তায় বা ভারতীয় তালিকায় আছে-

প্রকৃত সহযোদ্ধার নাম	**লাল মুক্তিবার্তা নং**	**ভারতীয় তালিকা নং**	**মোবাইল নং**
১। :			
২। :			
৩। :			

* (ঞ) যুদ্ধকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ (যদি থাকে- প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযুক্ত করা যাবে) সংযুক্তিঃ :

বিঃদ্রঃ

(১) তথ্য ভুল প্রমানিত হলে অনুমোদন বা প্রকাশিত গেজেট বাতিলযোগ্য।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষ্য মিথ্যা/ সঠিক নয় প্রমানিত হলে কমপক্ষে ০৬(ছয়) মাসের ভাতা বন্ধ থাকবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

মহানগর/ উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির প্রতিবেদন
(কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্ত)

মহানগর/উপজেলার নামঃ .....জেলাঃ.....বিভাগ.....

ক্রঃ নং	আবেদনকারীর নাম, পিতা/স্বামী/ মাতার নাম ও ঠিকানা	NID তে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ এবং বেসামরিক গেজেট নম্বর	কোথায় ট্রেনিং প্রাপ্ত (ভারত/বাংলাদেশ)	বাংলাদেশে অভ্যন্তরে ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে কোন স্বীকৃত বাহিনী	মন্তব্য
০১					
০২					
০৩					
০৪					
০৫					
০৬					
০৭					

(নামসহ স্বাক্ষর)
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান
কর্তৃক মনোনীত সভাপতি

(নামসহ স্বাক্ষর)
মহানগরের ক্ষেত্রে জামুকা কর্তৃক /
সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত
সদস্য

(নামসহ স্বাক্ষর)
জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত
সদস্য

(নামসহ স্বাক্ষর)
সদস্য সচিব
(অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক)/
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার)

প্রতিজন আবেদনকারী/মুক্তিযোদ্ধার জন্য

উপজেলা জেলা/মহানগর যাচাই বাছাই কমিটির প্রতিবেদন

(কমিটি কর্তৃক দ্বিধাবিভক্ত সিদ্ধান্ত)

মহানগর/উপজেলার নামঃ .....জেলাঃ.....বিভাগ.....

ক্রঃ নং	আবেদনকারীর নাম, পিতা/স্বামী/ মাতার নাম ও ঠিকানা	NID তে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ ও বেসামরিক গেজেট নম্বর	কোথায় ট্রেনিং প্রাপ্ত (ভারত/বাংলাদেশ)	বাংলাদেশে অভ্যন্তরে ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে কোন স্বীকৃত বাহিনী	মন্তব্য
০১					
০২					
০৩					
০৪					
০৫					
০৬					
০৭					

* দ্বিধাবিভক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্য সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রদান করতে হবে।

(নামসহ স্বাক্ষর)
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সভাপতি

(নামসহ স্বাক্ষর)
মহানগরের ক্ষেত্রে জামুকা কর্তৃক/ সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত সদস্য

(নামসহ স্বাক্ষর)
জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সদস্য

(নামসহ স্বাক্ষর)
সদস্য সচিব
(অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক)/
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার)

উপজেলা জেলা/মহানগর যাচাই বাছাই কমিটির প্রতিবেদন

(কমিটি কর্তৃক না মঞ্জুরকৃত আবেদনের তালিকা ও সিদ্ধান্ত)

উপজেলা/মহানগরঃ .....জেলাঃ.....বিভাগ.....

ক্রঃ নং	আবেদনকারীর নাম, পিতা/স্বামী/ মাতার নাম ও ঠিকানা	NID তে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ ও বেসামরিক গেজেট নম্বর	কোথায় ট্রেনিং প্রাপ্ত (ভারত/বাংলাদেশ)	বাংলাদেশে অভ্যন্তরে ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে কোন স্বীকৃত বাহিনী	মন্তব্য
০১					
০২					
০৩					
০৪					
০৫					
০৬					
০৭					

* সর্বসম্মত না মঞ্জুরের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

(নামসহ স্বাক্ষর)
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সভাপতি

(নামসহ স্বাক্ষর)
মহানগরের ক্ষেত্রে জামুকা কর্তৃক/ সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত সদস্য

(নামসহ স্বাক্ষর)
জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সদস্য

(নামসহ স্বাক্ষর)
সদস্য সচিব
(অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক)/
(উপজেলা নির্বাহী অফিসার)